৪০। **প্রশ্ন ঃ** তবলা লহরা বাজানোর নিয়মগুলি আলোচনা কর।

উত্তর ঃ পাখোয়াজ, তবলা, ঢোলক, মাদল ইত্যাদি অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র সাধারণতঃ সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবেই বাজানো হয়ে থাকে। কিন্তু সহযোগী বাদ্য ছাড়াও পাখোয়াজ বা তবলাকে একক বাদ্য হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে বাজালে তা খুবই আকর্ষনীয় এবং উপভোগ্য হয়। স্বতন্ত্রবাদনকে লহরা বলা হয়। ইংরাজীতে একে বলা হয় সোলো (solo)। বর্তমানে এ সময়ে একক বাদন হিসাবে, 'তবলা-লহরা' নিজের একটি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

এই লহরা পরিবেশন করে, সঙ্গীত কলারসিকদের আনন্দ দিতে এবং তৃপ্তি করতে হলে বাদককে দুইটি প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। প্রথমতঃ উপযুক্ত গুরুর নিকট থেকে তালিমের দ্বারা প্রকৃত শিক্ষালাভ করা এবং দ্বিতীয়তঃ নিরলসভাবে সাধনা করা।

নিম্নলিখিত কতগুলি বিষয়ে, লহরা বাদককে বিশেষ পারদর্শী হতে হবে।

১) স্বরজ্ঞান ঃ লহরা বাদককে শুধুমাত্র তাল ও লয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলেই চলবে না। রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন স্বরের জ্ঞানও তাঁর থাকা আবশ্যক। লহরা বাজাবার সময় দেখা যায় যে, সারেঙ্গী, বেহালা বা হারমোনিয়মে একটি গত বার বার বাজানো হয়। এই গত্‌টিকে নগ্‌মা বলে। একজন তবলা শিল্পীর এই গত্‌গুলি আয়ত্বে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, রাগ ও তালে নিবদ্ধ এই গত্ বন্দিশকে আশ্রয় করেই একজন শিল্পী একক বাদনে তাঁর কলা কৌশল প্রদর্শন করে থাকেন।

২) লয় প্রকরণ ঃ লহরা আরম্ভ করতে হয় বিলম্বিত লয়ে। তারপর মধ্যলয়ে এবং সবশেষে দ্রুত লয়ে বাজাতে হয়। একের পর এক লয়ের এই রূপ প্রদর্শন করা হলে বাজনাটি অনেক সুন্দর এবং সুসঙ্গত হয়ে উঠে ।

৩) বস্তুনির্ণয় ঃ লহরা বাজাবার জন্য তাল শাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। পেশকার, কায়দা, রেলা ইত্যাদি বিস্তার, উঠান, গৎ এবং গৎ এর বিভিন্ন প্রকার যেমন — দুপল্লী, ত্রিপল্লী এবং চৌপল্লী, বিভিন্ন প্রকারের টুকড়া ও পরণ, চক্রদার, রেলা ইত্যাদি পরিপূর্ণরূপে তালিম পাওয়া অবশ্য কর্তব্য।

৪) প্রকাশ-ক্রম ঃ লহরা বাজাবার সময় একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে বা ঘরাণাকে অনুসরণ করে বাজাতে হয়। যেমন, প্রথমেই একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ উঠান, তাহার পর পেশকার, কায়দা, রেলা ইত্যাদি বিলম্বিত লয়ে বাজানো উচিত এবং এগুলোর যথাযথ বিস্তারও দেখাতে হয়। মধ্যলয়ে বিভিন্ন প্রকারের টুকড়া, গৎ, পড়ণ, ছন্দ, চক্রদার, ফরম্‌ইশী চক্রদার ইত্যাদি বাজানো উচিত। দ্রুতলয়ে রেলা, গৎ এবং অতি দ্রুত লয়ে লগ্‌গী এবং লড়ী ইত্যাদি বাজিয়ে 'লহরা' শেষ করতে হয়। এখানে বলা যেতে পারে যে, দিল্লী ও অজরাড়া বাজের শিল্পীরা প্রথমে পেশকার বাজিয়ে 'লহরা' বাজনা শুরু করে থাকেন।

৫) মুদ্রা ঃ শিল্পীর বসবার ধরণ, বাজনাতে হাত রাখা, বাজাবার ধরণ, বাজাবার সময় তাঁর মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়গুলি দর্শক-শ্রোতাদের মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা গান বাজনা কানে শুনি আর মুদ্রা চোখে দেখি। দর্শক-শ্রোতার চোখ ও কান এই দুইয়ের তৃপ্তি সাধনে যত্নবান হওয়া, একজন তবলা শিল্পীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।